ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পুরুষদের নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন অক্ষয়

পৃঃ ৫

পুরোপুরি সুস্থ, আয়ারল্যান্ড সিরিজেই কি ফিরছেন বুমরাহ?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২১৩ ● কলকাতা ● ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৩ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আনন্দ ধনকড়ের থেকেও

বাড়াবাড়ি করছেন, এসব মানব না', বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্পর্কের শুরুটা 'মধুর' হলেও ক্রমেই তা 'তিক্ত' হয়েছে। সংঘাতের আবহে আবারও রাজ্যপাল ও রাজভবনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনে 'দুর্নীতিদমন সেল' চালু করা নিয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রতি 'শ্রদ্ধা' রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।সাংবাদিক বৈঠকে কিছু ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্য সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে দেশে-বিদেশে যা পুরস্কার পেয়েছে, তা সবই এক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখা হবে। আলিপুর জেলের সংগ্রহশালা সেই সব পুরস্কার রাখা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ছুটির ঘোষণাও করেছেন মমতা। এত দিন সবেবরাত ও করমপুজোয় সেকশনাল ছুটি মিলত। এ বার ওই দু'টি দিনেও সম্পূর্ণ ছুটির ঘোষণা করলেন মমতা।এ নিয়ে নিজের 'অসন্তোষ' ব্যক্ত করতে গিয়ে বুধবার বোসের পূর্বসূরি জগদীপ ধনখড়ের প্রসঙ্গও টানেন মমতা। তিনি বলেন, "ধনখড়ের সঙ্গেও বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু উনি এ রকম করেননি।"

রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আসার পরে বোসের সঙ্গে রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

করম পুজো ও সবেবরাতে ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর,

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নবান্ন থেকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে আরও দু'দিন ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার নবান্ন থেকে এই কথা জানান তিনি। বার্তা দেন, সব ধর্ম, সব সংস্কারের মানুষের জন্যই তিনি ও তাঁর সরকার ভাবে। এদিন তিনি বলেন, 'আমরা সব উতসবকে সমান গুরুত্ব দিই। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, এছাড়াও অনেক তারিখ আছে ক্যালেন্ডারে, পুজো, ইদ, দোল, ছট- বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাঁর কথায়, 'আমরা সবই পালন করি। আমরা মনে করি সর্বধর্ম সর্বকর্ম- এ সবকিছুর মিলনস্থল এই বাংলা। বাংলা কাউকে বঞ্চিত করে না। তবে এখন যদি কেউ মনে করেন ৩৬৫ দিনই কিছু না কিছু আছে ছুটি দিতে হবে, তা আমরা দিতে পারব না। তাহলে কাজ কখন হবে। কিন্তু ভাল কাজ করলে ভাল ছুটির আশা করাই যায়।'

পাশাপাশি মমতা উল্লেখ করেন, এ রাজ্যে মেয়েদের মেটার্নিটি লিভ দেওয়া হয় ৭৩১ দিনের। এছাড়াও এক মাসের পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়। এখানে দুর্গাপুজো ও ইদে ছুটি পায় সব সম্প্রদায়ের লোক। রঘুনাথ মুর্মু থেকে পঞ্চায়েত বর্মার জন্মদিনেও পুরোপুরি ছুটি। এতদিন করম পুজো ও সবেবরাতে 'সেকশনাল হলিডে' ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আমরা ঠিক করেছি, ওই দু'টো দিন পুরো ছুটি দিয়ে দেব।'

বঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

রদবদল নিয়ে একটি রফা ফর্মূলার খসড়া তৈরি করেছেন গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে একটি রফা ফর্মূলার খসড়া তৈরি করেছেন গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলায় বিজেপির 'বিবাদমান তিন গোষ্ঠী'র সঙ্গে কথা বলেই ওই ফর্মূলা চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডা ।রদবদলের ফর্মূলায় আরএসএস নেতৃত্ব চাইছেন, তাদের সংগঠনের লোক দিলীপ ঘোষকেই ফের বঙ্গ বিজেপির সভাপতি করা হোক। কারণ, দিলীপের সভাপতিত্বের সময়েই লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে বাংলায় গেরুয়া শিবির সবচেয়ে ভাল ফল করেছিল। তিনি সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরে আসার পর থেকে রাজ্যে যতগুলি উপনির্বাচন ও পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে তার প্রত্যেকটিই বিজেপির ফল শুধু খারাপ হয়নি, ভোটের হারও যথেষ্ট কমেছে। স্বভাবতই আসন্ন লোকসভা ভোটে পদ্ম-শিবিরের কর্মীদের চাঙ্গা করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের টার্গেট পূরণ করতে বঙ্গবিজেপির সভাপতি পদে আরএসএসের ভরসা দিলীপ ঘোষ। বস্তুত এই কারণেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরিবর্তে দিলীপকে রাজ্য বিজেপির শীর্ষে নিয়ে আসার সুপারিশ করছে আরএসএস।

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

দুর্নীতি ইস্যুতে

প্রশ্নবাণে বেসামাল নুসরত! মিডিয়াকে দুষে তড়িঘড়ি ছাড়লেন প্রেস ক্লাব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জবাব দিতে না পেরে দুর্নীতি ইস্যুতে মিডিয়ার উপরই চোটপাট সাংসদ নুসরতের। এদিন কলকাতায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে নুসরত জাহান তোপ দাগলেন, মিডিয়া ট্রায়াল চলছে। আরও বললেন, 'না জেনে কাউকে অ্যালিগেশন দেবেন না। অর্ধসত্য খুব ভয়ংকর।'

সাংবাদিক বৈঠক করে নুসরত দাবি করেন, 'শুটিংয়ের জন্য আউটডোরে ছিলাম।কিন্তু, নুসরতের দাবিতেই সব 'হিসেব' মিলছে না! কারণ যখন এই অপরাধটা হয়েছে, তখন ২০১৪ সালে তিনি কোম্পানির একজন অন্যতম ডিরেক্টর। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ওই কোম্পানির একজন অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। ৩ বছর, ২০১৭ সালের মধ্যে ফ্ল্যাট দেওয়ার কথা ছিল! এদিকে ওই সময় তিনি ওই কোম্পানি থেকে লোন নিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটটি কেনেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তিনি ব্যাংক থেকে লোন না নিয়ে কেন কোম্পানি থেকেই লোন নিলেন? পদত্যাগ করলেই সব দায়মুক্ত হওয়া যায়? এই সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তৃণমূল সংসাদ নুসরত জাহান। বদলে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করলেন মিডিয়া ট্রায়ালের উপর। মাত্র ৭ মিনিটেই সাংবাদিক বৈঠক শেষ করে প্রেস ক্লাব ছাড়েন প্রশ্নবাণে বেসামাল নুসরত। গতকাল আমি আসতে পারিনি। আমি কৈফিয়ত দিতে এখানে আসিনি। ব্যাখ্যা তারা দেয়, যারা ভুল করে। যাদের মনে অন্যায় থাকে। আমি আপনাদের কাছে এসেছি, কারণ মিডিয়া ট্রায়াল চলছে। এটি আদালতের বিচারাধীন বিষয়। এখন যে কোর্ট কেসে পেন্ডিং আছে, সেই জুডিশিয়াল ম্যাটারে ইন্টারফেয়ার করা কোনও সভ্য সমাজের কাজ নয়।' নুসরতের দাবি, 'এই কোম্পানি থেকে ২০১৭-র ১ মার্চ আমি রিজাইন করি। আমার বাড়ি দুর্নীতির টাকা দিয়ে কেনা নয়। এই কোম্পানি থেকে আমি লোন নিই। ১ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা লোন নিই। ২০১৭-র ৬ মে সুদ সহ ১ কোটি ৪০ লাখ ৭১ হাজার ৯৯৫ টাকা ফেরত দিই এই কোম্পানিতে। সব ব্যাংক ডিটেইলস ও রেকর্ড আমার কাছে আছে। আমি কোনওদিনই এরকম কোনও কাজ না করেছি, না করব। ৩০০ শতাংশ চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, দুর্নীতির সঙ্গে আমি কোনওভাবেই জড়িত নয়। কোম্পানি আমাকে লোন দিয়েছিল। সেই লোন আমি সুদ সহ ফেরত দিয়েছি। ব্যাংক ডিটেইলস-এ তার ভেরিফায়েড প্রমাণ আছে। এখানে কোনওভাবেই কোনও রাজনৈতিক বিষয় নেই। রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

প্রতিহিংসার কারণেই বাংলাকে ভাতে মারার এই কৌশল

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : রাজনৈতিক কারণে একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত রাজ্য। শুধু কেন্দ্রীয় প্রকল্প নয়, আমফান, ইয়াসের ক্ষতিপূরণ, পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ, জিএসটি বাবদ ক্ষতিপূরণেও রাজ্যকে বছরের পর বছর বঞ্চিত করে রেখেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় রীতিমতো পরিসংখ্যান পেশ করে এই বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি যাই যুক্তি দিক না কেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বাংলাকে ভাতে মারার এই কৌশল। বিভিন্ন ভাবে বাংলাকে কেন্দ্রের বঞ্চনার নিন্দা করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিধানসভায় এদিন এক নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়। কেন্দ্রের বঞ্চনা নীতির ফলে রাজ্যের উন্নয়নের ধারা কিছুটা হল থমকে গেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রের মঞ্চনা নীতির বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ গ্রহন করে! আগামী ৫ অগস্টের বদলে কর্মসূচি বদলে গেল ৬ তারিখে। রবিবার দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই অবস্থান, বিক্ষোভ, কর্মসূচি চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আগামী রবিবার ৬ তারিখ, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে এই কর্মসূচি হবে। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দুই নেতা ফিরহাদ হাকিম ও তাপস রায় জানিয়েছেন, "আমরা রাজনৈতিক দল, আমাদের গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করার অধিকার আছে। আমরা তাই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বেলা ১২'টা থেকে বিকেল ৪'টে পর্যন্ত এই কর্মসূচি করব।" প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের নিদান দিয়েছিলেন। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা সংশোধন করে ব্লকে ব্লকে প্রতীকী কর্মসূচি গ্রহণ করতে বলেন। রাজ্যের শাসক দলের বক্তব্য, তাদের কর্মসূচির ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তাদের তরফে কারও বাড়ি ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা ছিল না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী ৫ তারিখের এই কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও একাধিক নেতা ওই দিন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে স্থির ছিলেন।তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে তার জেরেই কর্মসূচির দিন বদল। আগামী রবিবার এই কর্মসূচি অবশ্য কলকাতাতেও পালন করা হবে।

আমাকে কবে ছাড়বেন?',

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতেই উঠে বসে প্রশ্ন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর। অল্প অল্প কথাও বলছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী নিজের বেডে উঠে বসে চিকিতসকদের দেখলেই জানতে চাইছেন কবে তিনি হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন!গত শনিবার শ্বাসকষ্ট নিয়ে আলিপুরের এক বেসকরকারি হাসপাতালে ভরতি হন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ।এদিনও বুদ্ধবাবুকে রাইস টিউব দিয়ে খাওয়ানো হয়। এখনও সরসারি খেতে না পারলেও স্বস্তির বিষয় হল তিনি উঠে বসে কথাবার্তা বলছেন। যদিও তাঁকে কবে ছাড়া হবে, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলছেন না চিকিৎসরা। তারপর থেকেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা চলছে তাঁর। বর্তমানে অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে তাঁর শারীরিক অবস্থার। সূত্রের খবর, বুধবার সকালে তাঁর দীর্ঘদিনের সহকারী, কার্যত পরিবারের একজন হয়ে ওঠা মানুষটির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। গল্প করেছেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেও বলেছেন। ডা. কৌশিক চক্রবর্তী এসে তাঁকে মাস্ক পরতে বলেন। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক পরে নিলেও আর হাসপাতালে থাকতে রাজি নন বুদ্ধবাবু। বারবার জানতে চাইছেন, কবে বাড়ি যেতে পারবেন। দাবি করছেন, বাড়ি ফিরলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রক্তের মধ্যে 'কেল' অ্যান্টিজেন পাওয়া গিয়েছে। যার জন্য রক্তাপ্লতার সমস্যা রয়েছে তাঁর। রক্ত দেওয়া হলেও রক্ত কমে যায়। তাই গতকালই এক ইউনিট রক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ গতকাল রক্ত দেওয়া হয়নি। আজ সেই প্রক্রিয়া হতে পারে বলে খবর। যার জন্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে দুই হেমাটলিস্ট আসতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার

ইপিএফ ৯৫ পেনশনভোগীরা

সমীর দাস কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল এ্যাজিটেশন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ শাখার এক দিনের অনশন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলো । পেনশন ফান্ডের কর্মচারীদের টাকা সঠিকভাবে কর্মচারীদের ফেরত দেওয়া হচ্ছে না এমনকি ইপিএফ ৯৫ ন্যূনতম পেনশন ১০ হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তার মানা হচ্ছে না। এরপরে গোটা দেশে প্রায় ৩০ লক্ষের বেশি পেনশনভোগী ন্যূনতম পেনশনের সংসার চালাচ্ছেন, এরই প্রতিবাদে ইপিএস-৯৫ পেনশনাররা অনশন ধর্মঘটের কর্মসূচি নিল। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রখর রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করে কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পাশে এক দিনের অনশন ধর্মঘটে ভাগ নিলেন প্রায় ৩০০ শতাধিক পেনশনভোগিরা। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি তপন দত্তের বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠল কেন্দ্রের সরকারের চূড়ান্ত গাভিলতি কথা। ওনারা আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার। দেশে ৭২ লক্ষ পেনশনারদের মধ্যে ২৩ লক্ষ পেনশনার ১০০০ টাকার নিচে পেনশন পায়। উনি আরো বললেন আমরা ভিক্ষুক নই। আমরা আমাদের পুরো চাকরি জীবনে বেতন থেকে টাকা জমা করছি একটা ভাল পেনশনের জন্য, যেমন টা কেন্দ্রের সরকার বুঝিয়েছিল। কিন্তু আজ আমাদের দাবি এই ইপিএস ৯৫ পেনশনের নূন্যতম পেনশন চাই ৭৫০০ টাকা সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। এবং সমস্ত ইপিএস পেনশনভোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দিতে হবে। আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছি, আন্দোলন করেছি, রক্ত দিতে চিঠি লিখেছি। কেন্দ্রের শ্রম মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুবার মিটিং হয়েছে, আজ পর্যন্ত শুধু আস্বাদন ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আজ এক দিনের অনশন ধর্মঘট, যদি এই বাদল অধিবেশন চলাকালীন, আমাদের দাবিগুলি পুরন না হয়, তাহল সমগ্র ভারত ব্যাপী এই আন্দোলন হবে। আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের নামবো। দরকার পরলে, আমরণ অনশনের ডাক দেব। আজকে কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আই এন টি ইউ সি সভাপতি জামালউদ্দীন কামাল, ছত্তিসগড় এজাজুর রহমান, এছাড়া ন্যাশনাল এ্যাজিটেশন কমিটি আমিও কুমার দাস পঙ্কজ দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ. আজকে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

কলকাতায় পা রেখেই

আধিকারিকদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় এলেন সিবিআইয়ের নয়া ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ বুধবার সকালে কলকাতায় পৌঁছেই নিজামপ্যালেসে সিবিআইয়ের দফতের যান তিনি। সূত্রের খবর, কলকাতায় পা রেখেই নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত অফিসারদের নিয়ে আইসিসিআরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেছেন সিবিআইয়ের নতুন ডিরেক্টর। রুদ্ধদ্বার ওই বৈঠকের নাম দেওয়া হয়েছে, 'সম্পর্ক সভা'। সূত্রের খবর, প্রতিটি তদন্ত বর্তমানে কোন জায়গায় রয়েছে তা জেনে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হতে পারে এদিনের বৈঠকে। একই সঙ্গে প্রতিটি তদন্তের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গেও আলাপচারিতা সেরে নিতে চাইছেন নয়া ডিরেক্টর। সেকারণেই এদিনের বৈঠকের

এরপর ৩ পাতায়

জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০-র তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে

জোকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০-র তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ জোকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে অধ্যক্ষ মোহনলাল লোহার জানান,

এরপর ৩ পাতায়

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

বঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়ে একটি রফা ফর্মূলার খসড়া তৈরি করেছেন গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

তাতপর্যপূর্ণ হল, বঙ্গ বিজেপির সভাপতির পদ ছেড়ে মাত্র আটমাসের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে রাজি হচেছন না বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও। সুকান্ত ঘনিষ্ঠরা পালটা যুক্তি দিয়েছেন, মন্ত্রী হওয়ার চেয়ে রাজ্য সভাপতির পদ অনেক বেশি 'গ্ল্যামারাস' এবং দৈনন্দিন সংবাদ মাধ্যমে ভেসে থাকা যায়। বস্তুত সেই কারণে স্বয়ং সুকান্ত লোকসভা নির্বাচনের সময়েও রাজ্য সভাপতি পদে থাকতে চান। তবে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত খবর, তিনপক্ষের কেউই নাড্ডাদের ফর্মূলা নিয়ে রাজি হননি। বিশেষ করে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি পদে শুভেন্দুকে দিলীপ ও সুকান্ত, দুই শিবিরের কেউই মেনে নিতে রাজি হচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতির হয়ে প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সুনীল বনশল ও মঙ্গল পাণ্ডেরা।

তবে এই রফা ফর্মূলায় ঢুকতে রাজি হননি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi)। নাড্ডাদের তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'তিনপক্ষকে বুঝিয়ে ফর্মূলা চূড়ান্ত হলে মন্ত্রিসভায় কাদের নাম যাবে ও কারা বাদ পড়বেন সেটুকু আমায় জানিয়ে দিলেই হবে। আমি নামের তালিকা রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়ে দেব।' অবশ্য মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বঙ্গ বিজেপির তিন গোষ্ঠীর নেতা, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীদের সঙ্গে কথা বলে নাড্ডাদের পক্ষে জোড়াতালির ফর্মূলা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি বলে সূত্রের খবর। দলের তরফে বাংলার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল ও সহকারী পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডেকে ফর্মূলা নিয়ে তিন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন নাড্ডা।

পঞ্চায়েত ভোটে দলের শোচনীয় ফলের জেরে ক্ষুব্ধ দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপিতে বড়মাপের রদবদল করতে চলেছেন। সবদিক বিবেচনা করেই শাহ-নাড্ডারা তিন গোষ্ঠীর তিন নেতাকে পৃথকভাবে নতুন তিনটি পদ দিতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে নয়া ফর্মূলায় দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারকে পূর্ণমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ও শুভেন্দু অধিকারীকে বঙ্গ বিজেপির সভাপতির আসনে বসাতে চান নাড্ডারা। আর শুভেন্দুর পরিবর্তে বিরোধী দলনেতার পদে দিল্লি নিয়ে আসতে চাইছে শিলিগুড়ির বিধায়ক ও সুবক্তা শংকর ঘোষকে। রদবদলে সমন্বয় রাখতে গিয়ে উত্তরের দুই নেতাকে সরিয়ে নতুন দু'জনকে এবং দক্ষিণবঙ্গের দু'জনকে দায়িত্বে এনে ভারসাম্যর ফর্মূলা তৈরি করেছেন নাড্ডারা।

উত্তরবঙ্গের জন বার্লা ও নিশীথ প্রামাণিককে সরিয়ে পরিবর্তে উত্তরের বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্তকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আনার পাশাপাশি শংকর ঘোষকে বিরোধী দলনেতা করার প্রস্তাব রয়েছে। আবার বাঁকুড়ার সাংসদ সুভাষ সরকারকে সরিয়ে পরিবর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষকে এবং বিরোধী দলনেতার পদ থেকে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শুভেন্দুকে। কারণ, গেরুয়া পরিষদীয় দলের একাংশ আদি বিজেপির এবং তাঁরা 'ততকাল' বিজেপি শুভেন্দুকে পছন্দ করছে না। কিন্তু স্বয়ং শুভেন্দু সাংবিধানিক পদ বিরোধী দলনেতা ছেড়ে বঙ্গবিজেপির সভাপতি হতে রাজি নন। কারণ, ২০২৪ সালে যদি কেন্দ্রে বিজেপি না ফেরে তবে দলের রাজ্য সভাপতির পদ কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা শুভেন্দুর। কিন্তু যেহেতু বিরোধী দলনেতার পদটি রাজ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য, তাই যে কোনও মূল্যে বর্তমান পদ আঁকড়ে ধরে বাড়তি কিছু পাওয়ার চেষ্টা

১-ম পাতার পর

আনন্দ ধনকড়ের থেকেও বাড়াবাড়ি করছেন, এসব মানব না', বললেন মমতা

সরকারের সম্পর্ক ভালই ছিল। তবে পরে রাজ্য সরকার তথা শাসকদলের সঙ্গে রাজভবনের টানাপড়েন শুরু হয়। পঞ্চায়েত ভোটের সময় হিংসা ও হানাহানি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তো বটেই, সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়ে শাসকদলের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্যপালকে। ভোট মিটতেই এ বার রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছেন বোস। রাজভবনে 'কন্ট্রোল রুম' খোলা নিয়ে তাঁকে 'বিজেপির দালাল' বলে কটাক্ষ করেছে শাসক তৃণমূল। এ বার সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, "রাজ্যপাল মহাশয় নাকি দুর্নীতির ব্যাপারে স্পেশাল সেল করছেন। এটা কিন্তু রাজভবনের কাজ নয়। রাজ্যপালকে আমরা শ্রদ্ধা করি। যেটা রাজ্য সরকারের অধিকার, সেই অধিকারে উনি কোনও প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ করছেন।" ঘটনাচক্রে, বুধবার বিকেলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের আগে বেলার দিকে রাজ্যপালও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। রাজভবন থেকে আনন্দ বোস জানান, সরাসরি এ বার রাজভবনেই দুর্নীতির অভিযোগ জানানো যাবে। তার জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যপালের কথায়, "কেউ টাকা চাইলে তার ছবি নিন। আমাকে পাঠিয়ে দিন। মুখ্যমন্ত্রী এই কথাই কোচবিহারে বলেছিলেন। আমি তা চালু করতে চাই। কেউ দুর্নীতি করলে জানান। আমরা তা উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে দেব।" এর পরেই রাজ্যপালের 'ইঙ্গিতপূর্ণ' মন্তব্য ছিল, "রাজভবন লক্ষ্মণরেখার মধ্যে থেকে কাজ করছে।" এর প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী 'রাজভবনের এক্তিয়ার' নিয়েই প্রশ্ন তুললেন। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে বাংলায় বিভিন্ন কমিটি গড়া হচ্ছে। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, "কেন? বাংলায় লোক নেই? আমি শুনলাম, কেরলের এক জনকে এনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করে দিয়েছে।" উষ্মা প্রকাশ করতে গিয়ে ধনখড়-জমানার কথাও টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ধনখড় যখন ছিলেন, আমাদের সঙ্গে অনেক বিতর্ক হয়েছে, ঝগড়াও হয়েছে। কিন্তু উনি কিন্তু কখনও এটা করেননি।" রাজ্যপালের উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, "এখন দেখছি, মুখোশের আড়ালে বিজেপি যা বলছে, উনি তা-ই করছেন।" ধনখড় রাজ্যপাল থাকাকালীনও উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছিল। মতান্তর এতটাই তীব্র ছিল যে, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করে তোলার লক্ষ্যে বিলের খসড়া পর্যন্ত তৈরি করে। এর পর বোস রাজ্যপাল পদে শপথ নেওয়ার পর সেই সংঘাতে ইতি পড়েছিল। বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলার সময় রাজ্যপাল বোসের প্রশংসা করেছিলেন মমতা। তিনি বলেছিলেন, "নতুন রাজ্যপাল ভাল। ভদ্র মানুষ। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই ভাল যে, আর কোনও সমস্যা হবে। আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" শুরুতে সম্পর্কের সমীকরণ ছিলও তেমনটা। রাজ্যপালকে বাংলা শেখানোর জন্য সরস্বতী পুজোর দিন রাজভবনে 'হাতেখড়ি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও গিয়েছিলেন। এর পর শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন রাজ্যপালও। এর পর ক্রমেই সংঘাত বাড়তে থাকে। শিক্ষা দফতরকে না জানিয়েই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আচমকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল। শিক্ষা দফতরের সঙ্গে আলোচনা না করেই বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে নতুন নিয়োগও করেছেন তিনি। এই 'অতি সক্রিয়তা' ভাল চোখে দেখেনি নবান্ন। সেই সময় থেকে রাজ্যভবন-নবান্ন সম্পর্কে তিক্ততার শুরু। রাজ্যপাল পদের 'প্রয়োজনীয়তা' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। পঞ্চায়েত ভোটের সময়েও রাজ্যপাল ও শাসকদলের নেতানেত্রীদের মধ্যে কটাক্ষ ও পাল্টা কটাক্ষ নিয়ে সরগরম হয়েছে রাজ্য-রাজনীতি। ভোটের পর সেই উত্তাপ কিছু থিতিয়েও গিয়েছিল। বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাত'ও করে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই আবার রাজ্যপালকে নিশানা মমতার। ঘটনাচক্রে, রাজ্যপাল বোসের সঙ্গে 'দ্বন্দ্বের' আবহে এই প্রথম বার ধনখড়ের প্রসঙ্গ টানলেন মমতা। প্রশাসনিক মহলের একাংশের বক্তব্য, ধনখড়ের কথা টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, রাজভবনের কাজে ঠিক কতটা 'রুষ্ট' নবান্ন। সম্পর্কও যে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তা-ও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন মমতা। বকেয়া টাকা না মেটানোর অভিযোগ তুলে কেন্দ্রকেও আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস এবং সড়ক যোজনা সবের টাকা আটকে রেখেছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধর্না কর্মসূচিরও ঘোষণা মমতা। মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ, "(১০০ দিনের কাজে) ৭ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আটকে গ্রামের মানুষ, মাথায় ঝুড়ি বয়েছেন দিনের পর দিন। ১০০ দিনের প্রকল্প কাজের গ্যারান্টি দেয়। ৩০ দিনের মধ্যে টাকা দিতে বাধ্য। অথচ ৭ হাজার কোটি টাকা দিলই না। ২০২৩-'২৪ সালের বাজেট দেখবেন। সব রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছে, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা... শুধু বাংলার খাতায় শূন্য। বিজেপির লোকাল নেতারা বারণ করেছে বলেই টাকা দেওয়া বন্ধ হয়েছে।"

ভারতের সভাপতিত্বকালে 'নারী ক্ষমতায়ন'-এর উপর

নতুন কর্মীগোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে"

নতুন দিল্লি, ২ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : গুজরাটের গান্ধী নগরে মহিলা ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত জি২০ মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। শহরের প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত গান্ধীনগর শহরে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী। তারা আমেদাবাদের গান্ধী আশ্রম ঘুরে দেখবেন জেনে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষপ্রকাশ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের দ্রুত সুস্থিত সমাধানের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গান্ধী আশ্রমে প্রতিনিধিরা গান্ধীজির সরল জীবনযাপন এবং সুস্থিতি, আত্মনির্ভর শীলতা ও সাম্যের বিষয়ে তাঁর দূরদর্শী ভাবনার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। এর থেকে তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ডান্ডি কুটির সংগ্রহালয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, গান্ধীজির বিখ্যাত চরকা তাঁকে দিয়েছিলেন কাছের গ্রামের গঙ্গাবেন নামে এক মহিলা। তার পর থেকেই গান্ধীজি সবসময় খাদি পরতেন, যা স্বনির্ভরতা ও সুস্থিতির প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের উন্নতি হলে সমগ্র বিশ্বের উন্নতি হয়। তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই বিকাশের জ্বালানি। তাঁরা শিক্ষার সুযোগ পেলে বিশ্বের প্রগতি নিশ্চিত হয়। তাঁদের নেতৃত্ব অন্তর্ভুক্তিকরণকে গতি দেয়। তাঁদের কণ্ঠস্বর ইতিবাচক পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করে। শ্রী মোদী বলেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের সব থেকে কার্যকর উপায় হল মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। ভারত সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু নিজেই এক প্রেরণাদায়ক উদাহরণ স্থাপন করেছেন। এক সাধারণ উপজাতীয় প্রেক্ষাপট থেকে এসেও তিনি বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনি কম্যান্ডার-ইন-চিফ। গণতন্ত্রের জননী ভারতের সংবিধানে গোড়া থেকেই মহিলা সহ সব নাগরিককে সমানভাবে 'ভোটের অধিকার' দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিধিরা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য দূত হয়ে উঠেছেন। ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধির ৪৬ শতাংশই মহিলা। মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনও পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অতিমারির সময়ে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিরা সমাজের সমর্থনের স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা মাস্ক ও স্যানিটাইজার বানিয়েছেন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তুলেছেন। ভারতে ৮০ শতাংশেরও বেশি নার্স ও ধাত্রী হলেন নারী। তাঁরাই অতিমারির সময়ে দেশে রোগ প্রতিরোধের প্রথম সারি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী গর্ব প্রকাশ করেন।

মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারের একটি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুদ্রা যোজনার ৭০ শতাংশ ঋণই মহিলাদের দেওয়া হয়েছে। অতিক্ষুদ্র স্তরের উদ্যোগগুলির পাশে দাঁড়াতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার ৮০ শতাংশ সুবিধাভোগীই হলেন মহিলা। তাঁরা পরিবেশ সহায়ক বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় গ্রামীণ মহিলাদের প্রায় ১০ কোটির মতো রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। রান্নার জন্য দূষণমুক্ত জ্বালানির এই সরবরাহ সরাসরি প্রভাব ফেলেছে পরিবেশের উপর, মহিলাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়েছে। তিনি জানান, ২০১৪ সাল থেকে শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের যোগদানের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিতে স্নাতকদের প্রায় ৪৩ শতাংশ মহিলা। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রায় এক চতুর্থাংশ মহিলা। চন্দ্রযান, পবনযান এবং মিশন মঙ্গলের মতো অগ্রণী কর্মসূচিগুলির সাফল্যের নেপথ্যে এই মহিলা বিজ্ঞানীদের প্রতিভা ও পরিশ্রম রয়েছে। ভারতে আজ উচ্চশিক্ষায় পুরুষের থেকেও মহিলার সংখ্যা বেশি। অসামরিক বিমান ক্ষেত্রে মহিলা পাইলটদের যোগদানের হার বিশ্বের সর্বোচ্চ হারগুলির মধ্যে একটি। ভারতীয় বায়ু সেনার মহিলা পাইলটরা এখন যুদ্ধ বিমান চালাচ্ছেন। সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা অফিসারদের রণাঙ্গনে নিয়োগ করা হচ্ছে। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর পরিবারের মেরুদন্ড এবং ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারের ভূমিকায় ভারত ও দক্ষিণের দেশগুলিতে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হওয়ায় মহিলাদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্ভাবনী সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে মহিলারা কীভাবে ভারতে প্রথম সাড়া জাগানো পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানে অমৃতা দেবীর নেতৃত্বাধীন বিষ্ণোই সম্প্রদায় 'চিপকো আন্দোলন' শুরু করেছিল। নির্বিচার গাছ কাটা ঠেকাতে তাঁরা গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকতেন। অন্য অনেক গ্রামবাসীর সঙ্গে শ্রীমতী অমৃতা দেবীও প্রকৃতিকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। শ্রী মোদী জানান, ভারতের মহিলারা এখন 'মিশন লাইফ'- পরিবেশ সহায়ক জীবনশৈলীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। প্রাচীন প্রথাগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাঁরা পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং সামগ্রীর পুনর্ব্যবহারের প্রয়াস চালাচ্ছেন। মহিলাদের এখন সৌর প্যানেল ও সৌর আলো তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি আমাদের সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'সোলার মামাজ' প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলা উদ্যোক্তারা বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। ভারতে মহিলা উদ্যোক্তাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেশ কিছু দশক আগে ১৯৫৯ সালে মুম্বাইয়ের ৭ গুজরাটি মহিলা মিলে শ্রী মহিলা গৃহ উদ্যোগ নামের ঐতিহাসিক সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ মহিলা ও তাঁদের পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছে। এদের সবথেকে বিখ্যাত পণ্য লিজ্জত পাঁপড়ের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিনিধিরা এর স্বাদ নিশ্চয়ই গুজরাটে পেয়েছেন! ডেয়ারি ক্ষেত্রেও ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের নিদর্শন তুলে ধরে তিনি বলেন, শুধুমাত্র গুজরাট রাজ্যেই ৩৬ লক্ষ মহিলা ডেয়ারি ক্ষেত্রে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ইউনিকর্ন স্টার্ট-আপগুলির প্রায় ১৫ শতাংশেরই অন্তত একজন মহিলা প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন। মহিলা নেতৃত্বাধীন এইসব ইউনিকর্নের সম্মিলিত মূল্য ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। তার সরকার এমন এক জমি প্রস্তুত করতে চাইছে যেখানে মহিলাদের সাফল্য পাওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। বাজার, বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খল এবং সুলভে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে তাঁরা যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন তা দূর করার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে বাড়ির কাজে মহিলাদের যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলিরও যথাযথ নিষ্পত্তি করার কথা বলেন তিনি।

জি২০ মন্ত্রীগোষ্ঠী মহিলা উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের মধ্যে ডিজিটাল ও আর্থিক সাক্ষরতার প্রসারে 'টেক-ইক্যুইটি প্ল্যাটফর্ম' চালু করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভারতের সভাপতিত্বকালে 'নারী ক্ষমতায়ন'-এর উপর নতুন কর্মীগোষ্ঠী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। গান্ধীনগরে জি২০ মন্ত্রীগোষ্ঠীর অক্লান্ত প্রয়াস সারা বিশ্বের মহিলাদের মধ্যে বিপুল আশা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

২ পাতার পর

জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০-র তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে জোকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃত সম্ভাবনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে বিজ্ঞান ভিত্তিক মনোভাব এবং গঠনমূলক চিন্তাভাবনা গড়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কার্যকর করার বিষয়ে আলোকপাত করেন তিনি।

অধ্যক্ষ বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নূন্যতম ৬ বছর বয়স নির্ধারিত হয়েছে। বাল-ভাতিকা, নিপুণ(এনআইপিইউএন) বিদ্যা প্রবেশ, বিদ্যাঞ্জলি, পিএম ই-বিদ্যা, ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি এণ্ড নিউমেরেসি (এফএলএন), জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ম্যাজিক বক্স। এগুলি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের পদ্ধতি। এই শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও মজাদার হয়ে উঠেছে বলে জানান তিনি। অধ্যক্ষ বলেন, এমনকি অভিভাবকরা এই শিক্ষা-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, সময়ে সময়ে এই শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

২ পাতার পর

কলকাতায় পা রেখেই আধিকারিকদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদ

আয়োজন। তবে কলকাতায় পা রেখেই প্রথম দিনেই নয়া ডিরেক্টর যেভাবে আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন, তাতে তদন্তে গতি আসবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে দুঁদে আইপিএস প্রবীণ দুবে রসিকতার সুরে বলেন, 'শুনেছি এখানকার দই খুব টেস্টি! মিষ্টি দই খেতে এসেছি।' কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, ইডি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সিবিআইয়ের আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'তদন্ত কি অনন্তকাল ধরে চলবে?' এভাবে অনন্তকাল ধরে তদন্ত চললে, তদন্ত যখন শেষ হবে তখন তার আর সত্যি কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি।

সূত্রের খবর, তারপরই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকে বদলি করা হয়। নয়া ডিরেক্টর হিসেবে প্রবীণ সুদ কাজে যোগ দেওয়ায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নতুন করে গতি পাবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে গরু পাচার, কয়লা পাচার, নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি পোস্টিং দুর্নীতিরও তদন্ত করছে সিবিআই। সূত্রের খবর, সবকটি তদন্তের রুট ম্যাপ তৈরি করে দিতেই আজ আইসিসিআরে বিশেষ বৈঠকে বসেছেন নয়া ডিরেক্টর।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২১৩ সংখ্যা ০৩ আগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বিরোধী জোটের 'মুখ' হতে চেয়েছিলেন, মোদীকে সমর্থনে শেষে ভিড়লেন এনডিএ-তেই

নির্বাচনের আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টি প্রধান চর্ন্দ্রবাবু নাইডু মোদী বিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। বিরোধী ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার মঞ্চে তিনিও ছিলেন অগ্রভাগে। কিন্তু এবার তিনি অনেকাংশেই নীরব। ২৬ দলের বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়া-য় নাম-গন্ধ নেই চন্দ্রবাবুর।২০১৪ সালের এনডিএ-র শরিক হঠাতই ২০১৯-এ নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী হয়ে উঠলেন। সে সময় অন্ধ্র ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। কেন্দ্র বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তিনি সমস্ত দলকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করেন। রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে তিনি বিভিন্ন দলের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু সে অর্থে কোনও ফায়দা তুলতে পারেননি তিনি।

অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁর ভরাডুবি হয়। কার্যত রাজনীতি থেকে এই পাঁচ বছর হারিয়ে যান তিনি। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি আবার ভেসে উঠতে চাইছেন। জাতীয় রাজনীতি এতদিন তাঁর নাম-গন্ধ ছিল না। এখন তিনি ফের জেগে উঠে এনডির পালে হাওয়া দিতে শুরু করলেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।চন্দ্রবাবু নাইডু যে এবার বিরোধী মঞ্চে নেই, তা বোঝাই যাচ্ছিল। আবার এমন জল্পনাও শুরু হয়েছিল তিনি আবার এনডিএ শিবিরে ফিরতে পারেন। তিনি যখন অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তাঁর দল এনডিএ-রই সদস্য ছিল। আবারও তিনি সেই এনডিএ-তেই ফিরে যেতে চলেছেন। এমনই আভাস মিলল দিল্লির আমলাদের নিয়ন্ত্রণ বিলেকে সমর্থনে।জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস, নবীন পট্টনায়কের বিজেডির পর চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টি দিল্লির আমলা নিয়ন্ত্রণ বিলের সমর্থন করেছেন। এই বিল পাস করতে কেন্দ্রের সরকারকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন তেলেগু দেশম পার্টির সুপ্রিমো। রাজ্যসভায় এই বিল পাস করানো নিয়ে যে সংশয় ছিল বিজেপি তথা এনডিএ-র তা কেটে গেল তিন দলীয় সমর্থনে।

রাজ্যসভায় বিলে মাসেও শুধু নয় টিডিপি যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দিকেই থাকবে তার আবাস পাওয়া গেল এদিন। রাজনৈতিকভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করে ফের এনডিএ-র দিকে ভিড়লেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড়ো অংশ। এই বিলে সমর্থন করে তিনি আসলে এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা পরিষ্কার করলেন।

বর্তমানে টিডিপির লোকসভায় সদস্য সংখ্যা ৩ এবং রাজ্যসভায় ১। ফলে চন্দ্রবাবু নাইডুকে না হলেও রাজ্যসভায় দিল্লি অধ্যাদেশ বিল পাস হয়ে যেত। কিন্তু ২০১৪-র এনডিএ শরিক যে ২০২৪-এও ভিড়তে চান এনডিএ-তে। তাই কালবিলম্ব না করে চন্দ্রবাবু নাইডু এনডিএ-তে ফেরার গৌরচন্দ্রিকাটা সেরে রাখলেন।

মণিপুরে ৬৫২৩ এফআইআর, গ্রেফতার মাত্র ২৫২?

প্রধান বিচারপতির প্রশ্নে নিরুত্তর সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুর নিয়ে লাগাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ছে বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় রাজ্য প্রশাসনের প্রতি তীব্র অনাস্থা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন, মণিপুরে আইন ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।প্রধান বিচারপতির বেঞ্চকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয় দুই মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর ঘটনায় সাত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি জবাবে জানতে চান, কবে গ্রেফতার করা হয়েছে? সলিসিটর জেনারেল মেহতা এই প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেননি। প্রসঙ্গত, ঘটনাটি ৩ মে'র হলেও মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ওই অপরাধ নিয়ে প্রথম মুখ খোলেন ২০ জুলাই। পরদিন প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রধান বিচারপতির বক্তব্যে স্পষ্ট তিনি মণিপুরের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নানাভাবে খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন। উত্থাপিত প্রশ্নেরই কোর্ট জবাব চাইবে রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে। ৭ অগাস্ট শীর্ষ আদালতে তলব করা হয়েছে তাঁকে।বুধবার তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ৬৫২৩টি এফআইআর হয়েছে। অথচ গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ২৫২ জন? পুলিশ ওই রাজ্যে কী করছে?

মণিপুর সরকারের হয়ে বুধবার আদালতে হাজির ছিলেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। প্রধান বিচারপতি মেহতার কাছে জানতে চান, তিন মাসে মাত্র ২৫২ জন গ্রেফতার কেন? পুলিশ কি আদৌ তদন্ত করছে? মেহতা এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেননি।

বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কট রমানি শীর্ষ আদালতকে জানান, মণিপুরের হিংসায় ১১টি ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। ওই ১১টি ঘটনাকেও সিবিআই তদন্তের আওতায় আনা হোক। প্রসঙ্গত, দুই মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই।শীর্ষ আদালত বুধবার নারী নির্যাতনের বাকি ১১টি ঘটনার সিবিআই তদন্তের প্রস্তাব নিয়ে কোনও মতামত দেয়নি। মঙ্গলবারই শীর্ষ আদালত সিবিআই তদন্তের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করে। আক্রান্ত দুই মহিলার বয়ান আপাতত নথিভুক্ত না করতে তদন্তকারীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। মনে করা হচ্ছে, শীর্ষ আদালত কোনও তদন্ত কমিটি গড়ে দেবে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

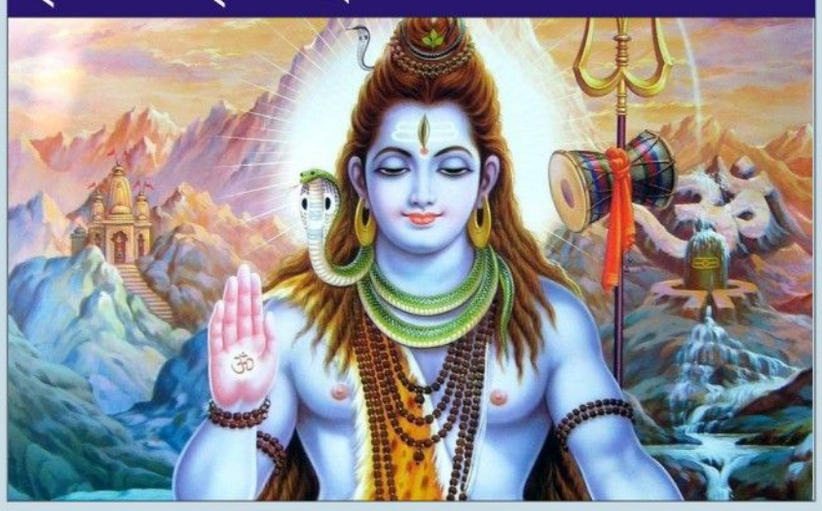

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত। তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

লাহা বাড়ি ইতিহাসের পিছনে জড়িয়ে রয়েছে ছোটবেলার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

শিষ্যসমাজে, এমনকি তাঁর আধুনিক ভক্তসমাজেও তিনি ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত হন।রামকৃষ্ণ পরমহংস গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পৌরোহিত্য গ্রহণের পর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শক্তিবাদের প্রভাবে তিনি কালীর আরাধনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গুরু তন্ত্র ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিতত্ত্বজ্ঞা এক সাধিকা। পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্ত মতে সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন রামকৃষ্ণ। অন্যান্য ধর্মীয় মতে, বিশেষত ইসলাম ও খ্রিস্টীয় মতে সাধনা তাঁকে "যত মত, তত পথ" উপলব্ধির জগতে উন্নীত করে। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক গ্রামীণ উপভাষায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ জনমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অশিক্ষিত হলেও রামকৃষ্ণ বাঙালি বিদ্বজ্জন সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৭০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দু পুনর্জাগরণের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তৎসঙ্গে সংগঠিত করেন একদল অনুগামী, যাঁরা ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এঁদেরই নেতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের জনসমক্ষে উপনীত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্বমানবতাবাদের বার্তা প্রেরণ করে তা সর্বত্র সমাদৃত হয় এবং তিনিও সকল সমাজের সমর্থন অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু দর্শনের সার্বজনীন সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এরপর প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় সমন্বয়বাদ ও "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য স্থাপনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা।রামকৃষ্ণ আন্দোলন ভারতের অন্যতম নবজাগরণ আন্দোলনরূপে বিবেচিত হয়। সেই জন্য শৈশবের কথা কাহিনি কামারপুকুর লাহা বাড়ির সঙ্গে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ দেবের ছোটবেলার জীবনী। কামারপুকুর গ্রামের এই ছোটো কুটিরে রামকৃষ্ণ পরমহংস বাস করতেন (কেন্দ্রে)। বামে পারিবারিক ঠাকুরঘর, ডানে জন্মস্থল যার উপর বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটি স্থাপিত।এটি হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় অবস্থিত কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালে এক দরিদ্র ধর্মনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম হয়। তিনি পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মা চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ ও শেষ সন্তান। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতামাতার সম্মুখে বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। সন্তানসম্ভবা চন্দ্রমণি দেবী দেখেছিলেন শিবলিঙ্গ থেকে নির্গত একটি জ্যোতি তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে গয়ায় তীর্থভ্রমণে গিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধর বিষ্ণুকে স্বপ্নে দর্শন করেন। সেই কারণে তিনি নবজাতকের নাম রাখেন গদাধর।শৈশবে গদাই নামে পরিচিত গদাধর তাঁর গ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তাঁর ছিল সহজাত দক্ষতা। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আদৌ মনযোগ ছিল না। সেযুগে ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা" (অর্থাৎ পুরোহিতের জীবিকা-উপার্জনী শিক্ষা) বলে উপহাস করেন এবং তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তবে পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঔদাসিন্য থাকলেও নতুন কিছু শিখতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। গানবাজনা, কথকতা ও ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি অনায়াসে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী এবং গ্রাম্য পুরাণকথকদের কথকতা শুনে অতি অল্প বয়সেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে বুৎপত্তি অর্জন করেন গদাধর। মাতৃভাষা বাংলায় তাঁর অক্ষরজ্ঞান ছিল; কিন্তু সংস্কৃত অনুধাবনে সক্ষম হলেও সেই ভাষা তিনি বলতে পারতেন না। পুরীর পথে কামারপুকুরে বিশ্রামরত সন্ন্যাসীদের সেবাযত্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় বিতর্ক মন দিয়ে শুনতেন গদাধর।এদিকে

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা দেখা দিত। একবার ধানক্ষেতের পথে চলতে চলতে আকাশে কালো মেঘের পটে সাদা বলাকার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তিনি বাহ্যজ্ঞানরহিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর সেই অবস্থাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন এক অনির্বচনীয় আনন্দের অভিজ্ঞতারূপে। বাল্যকালে আরও কয়েকবার তাঁর অনুরূপ ভাবতন্ময়তা দেখা দিয়েছিল একবার দেবী বিশালাক্ষীর পূজার সময়, আরেকবার শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রায় শিবের চরিত্রাভিনয়কালে। দশ-বারো বছর বয়স থেকে এই ভাবতন্ময়তা তাঁর নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।১৮৪৩ সালে পিতৃবিয়োগের পর পরিবারের ভার গ্রহণ করেন তাঁর অগ্রজ রামকুমার। এই ঘটনা গদাধরের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় জীবনযাপনের ইচ্ছা তাঁর মনে দৃঢ় হয়। পিতার অভাব তাঁকে মায়ের খুব কাছে নিয়ে আসে; ঘরের কাজ ও গৃহদেবতার পূজাপাঠে তিনি অধিকতর সময় ব্যয় করতে থাকেন; আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন ধর্মীয় মহাকাব্য পাঠে।গদাধর যখন কিশোর, তখন তাঁর পরিবারের আর্থিক সংকট দেখা দেয়। রামকুমার কলকাতায় একটি সংস্কৃত টোল খোলেন ও পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে দাদাকে পৌরোহিত্যে সহায়তা করার মানসে গদাধর কলকাতায় পদার্পণ করেন। এদিকেই ১৮৬১ সালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা এক যোগিনী দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল যোগেশ্বরী এবং বয়স ছিল চল্লিশের কাছাঁকাছি। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে তাঁর জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞা ও তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনে সিদ্ধা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তাঁর ভাবতন্ময়তা ও দৈহিক পীড়ার বর্ণনা দিলেন। ভৈরবী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে তিনি পাগল হয়ে যাননি; বরং আধ্যাত্মিক 'মহাভাব' তাঁকে আশ্রয় করেছে। এই মহাভাবের বশেই তিনি দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখালেন রাধা ও চৈতন্য মহাপ্রভুরও একই ভাব উপস্থিত হয়েছিল। ভৈরবী তাঁর দৈহিক পীড়া অবসানের নিদানও দিলেন।ভৈরবীর পথনির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রমতে সাধনা শুরু করলেন। এই সাধনায় তাঁর সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়ার উপশম হল। ভৈরবীর সহায়তায় তিনি তন্ত্রোল্লেখিত ৬৪ প্রকার প্রধান সাধন অভ্যাস করলেন। জপ ও পুরশ্চরণের মতো মন্ত্রসাধনায় চিত্ত শুদ্ধ করে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ স্থাপন করলেন। তন্ত্রসাধনায় সাধারণত বামাচারের মতো ধর্মবিরোধী পন্থাও অভ্যাস করতে হয়; যার মধ্যে মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ, মদ্যপান ও যৌনাচারও অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জীবনীকারগণের কথা থেকে জানা যায়, শেষোক্ত দুটি তিনি অভ্যাস করেননি, শুধুমাত্র সেগুলির চিন্তন করেই কাঙ্খিত সাধনফল লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বামাচারকে একটি জ্ঞানমার্গ বলে উল্লেখ করলেও, অন্যদের এই পথে সাধন করতে নিষেধ করতেন। পরে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁকে বামাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন, "(এই পথ) বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়।"ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে কুমারী পূজা শিক্ষা দেন। এই পূজায় কোনও কুমারী বালিকাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। এছাড়াও ভৈরবীর নির্দেশনায় শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ডলিনী যোগেও সিদ্ধ হন। ১৮৬৩ সাল নাগাদ তাঁর তন্ত্রসাধনা সম্পূর্ণ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীকে মাতৃভাবে দেখতেন। অন্যদিকে ভৈরবী তাঁকে মনে করতেন ঈশ্বরের অবতার। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু নানা লোকের কথা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। যাই হোক, ভৈরবীর নিকট তন্ত্রসাধনা তাঁর আধ্যাত্ম-সাধনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বিবেচিত হয়।শুধু এই কথাটুকু বলে এই লেখাটি সম্পূর্ন করা সম্ভব নয়। আরও বিস্তারিত বলা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরু কল্পবিজ্ঞানের একটা অংশ যা লিখলে ধর্মপুস্তক রামায়ণের বা মহাভারতের মতো পরিণতি হতে পারে।১৮৮৫ সালের প্রারম্ভে তিনি ক্লার্জিম্যান'স থ্রোট রোগে আক্রান্ত হন; ক্রমে এই রোগ গলার ক্যান্সারের আকার ধারণ করে। কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। অবস্থা সংকটজনক হলে ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কাশীপুরের এক বিরাট বাগানবাড়িতে।এই সময় তাঁর শিষ্যগণ ও সারদা দেবী তাঁর সেবাযত্ন করতেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে কথা না বলার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে ধর্মালাপ চালিয়ে যান। কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্বে বিবেকানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "আজ তোকে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছি। এই শক্তির সাহায্যে তুই জগতের অশেষ কল্যাণ করতে পারবি। কাজ শেষ হলে আবার স্বস্থানে ফিরে যাবি।" এও কথিত আছে বিবেকানন্দ তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান হলে তিনি বলে ওঠেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই রামকৃষ্ণ..." তাঁর শেষের দিনগুলিতে তিনি বিবেকানন্দকে ত্যাগী শিষ্যদের দেখাশোনার ভার অর্পণ করে যান।এরপরেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তিনি ১৬ অগস্ট, ১৮৮৬ অতি প্রত্যুষে পরলোকগমন করেন। তাঁর শিষ্যদের কথায় এই তাঁর মহাসমাধি। তাঁর প্রয়াণের পর বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে বরাহনগরে একটি পোড়ো বাড়িতে ওঠেন এবং গৃহী শিষ্যদের অর্থসাহায্যে প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ইসলাম আমায় মানসিক শান্তি দেয় : এআর রহমান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সংগীতের জগতে এআর রহমানের তুলনা হয়তো তিনি নিজেই। কিংবদন্তী এই শিল্পীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন মানুষ বরাবরই। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না ক্যারিয়ারের শুরুতে কিন্তু হিন্দুই ছিলেন তিনি। নাম ছিল দিলীপ কুমার। তবে বাবা, তামিল সংগীত পরিচালক আরকে শেখরের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। নিজের নাম বদলে রাখেন আল্লারাখা রহমান। তার মা-ও নাম পরিবর্তন করে হন করিমা বেগম।

বহুবার উঠে এসেছে রহমানের এই ধর্ম পরিবর্তনের কারণ। তবে সুরকারের সাফ কথা, ধর্ম পরিবর্তন তাকে দিয়েছিল মানসিক শান্তি।রহমানের কথায়, 'ইসলাম আমায় মানসিক শান্তি দেয়। কেউ আমাকে এই পথে আসার জন্য বলেনি। আমিই অনেক শান্তি পেতাম। মনে হচ্ছিল, সব যেন ঠিক চলছে। মনের ভেতর কিছু বিশেষ অনুভূতি কাজ করত। যে জিঙ্গেলগুলো প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, প্রার্থনার পর সেগুলোই কবুল হয়ে যেতে থাকল।'

তা হলে ইসলাম ধর্মগ্রহণের পরই কি জীবনে সফলতা এসেছে- এমন প্রশ্ন অনেকেই করেন এআর রহমানকে। উত্তরে এই সংগীতজ্ঞ বলেন, 'এটা ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয় নয়। এটি আসলে সেই কেন্দ্রটি খুঁজে পাওয়া এবং নিজের ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করা। এ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ও সুফি গুরুদের শিক্ষা এবং আমার মায়ের ভাবনাচিন্তাও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। প্রত্যেক বিশ্বাসেই বিশেষ কিছু রয়েছে এবং আমরা একটি বিশ্বাস বেছে নিয়েছি মাত্র। এবং আমরা এর পক্ষে।'

তবে নিজে ইসলাম গ্রহণ করলেও, পরিবারের কারও ওপর তা জোর করে চাপিয়ে দেননি। রহমানের কথায়, 'আপনি কারও ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে পারেন না। আপনি কি সন্তানকে বলতে পারেন- ইতিহাস পড়ো না, সেটা বোরিং কিংবা অর্থনীতি বা বিজ্ঞান নিয়েই পড়তে হবে। এটা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তেমন ধর্মও।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রার্থনা খুব উপকারী। অসংখ্য পতন থেকে এটি আমাকে রক্ষা করেছে। প্রার্থনার মাঝে মনে হয়, ওহ, আমাকে প্রার্থনা করতে হবে। তাই আমি খারাপ কাজ করতে পারব না। অন্য ধর্মবিশ্বাসীরাও একই কাজ করেন এবং তারাও শান্তিকামী। আমি এভাবেই ভাবি।'

১৯৯২ সালে মণিরত্নম পরিচালিত একটি কফির বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলে কণ্ঠ দিয়ে তাক লাগিয়ে দেন। এর পরই তিনি মণিরত্নমের তামিল সিনেমা 'রোজা' ছবিতে প্রথম সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজের সুযোগ পান। পারিশ্রমিক পান ২৫ হাজার রূপি।

২০১৪ সালে তিনি চারটি জাতীয় পুরস্কার, ১৫টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। সে বছর ১৩৮ নমিনেশনের মধ্যে ১১৭টিতেই পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন রহমান। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম একই বছর দুটি অস্কার জিতেছিলেন। তার নামে কানাডার মরখমে একটি রাস্তাও রয়েছে।

সব বিতর্ক থামিয়ে এক মঞ্চে দেব-সৃজিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য' ছবিতে প্রথমবারের মতো ব্যোমকেশ চরিত্রে দেখা যাবে দেবকে। এটির প্রযোজকও তিনি। বৃহস্পতিবার মুক্তি পেল সেই ছবির ট্রেলার। আর ট্রেলার লঞ্চের ইভেন্টে হাজির হয়ে দেবের হয়ে গলা ফাটালেন সৃজিত মুখার্জি, অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও সোহিনী সরকার।

বিতর্কের শুরু মাস কয়েক আগে। দেব ঘোষণা দেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনি 'দুর্গ রহস্য' নিয়ে তিনি নতুন ছবি বানাবেন-'ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য'। এরপরই শুরু হয়ে তাকে নিয়ে সমালোচনা। সাধারণ দর্শক তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের অনেক অভিনেতাও মন্তব্য করেন, 'দেবকে ব্যোমকেশ হিসেবে মানাবে না।'

এর কিছুদিন পরই একই উপন্যাস অবলম্বনে 'দুর্গ রহস্য' নিয়ে সিরিজের ঘোষণা দেন সৃজিত মুখার্জি। এরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় বিতর্ক-কার ব্যোমকেশ ভালো আর কারটা খারাপ হবে। ভক্তরা স্পষ্টতই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। এই দুই শিবিরের মধ্যে টক্কর ছিল তুঙ্গে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন, প্রযোজনা সংস্থা, অভিনেতা ও পরিচালকদের রেষারেষির সিদ্ধান্তই এটা। তবে সদ্য পাওয়া খবর অনুযায়ী, সৃজিতের ওয়ের সিরিজ মুক্তির দিন পিছিয়েছে। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, তারা হয়তো একই দিনে ট্রেলার, সিনেমা মুক্তি দিয়ে অলিখিত লড়াইটা চালিয়ে যাবেন।

তবে সব বিতর্কের অবসান ঘটল বৃহস্পতিবার। এদিন বিকেলে কলকাতায় ছিল 'ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য'-এর ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠান। যেখানে সৃজিতসহ অন্য পুরো টিমকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চমকে দেন দেব।

সৃজিত বলেন, একই উপন্যাস নিয়ে অনেকগুলো কাজ হতে পারে। সবাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে নিজের গল্প বলতে চায়। 'দুর্গ রহস্য' নিয়ে সিনেমা ও সিরিজের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। তিনি দেবের 'ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য' সিনেমার ট্রেলারের প্রশংসাও করেন।

দেব বলেন, তিনি কোনো তর্কবিতর্ক চান না, সবাইকে নিয়ে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিতে চান। তাই সৃজিতসহ অন্য 'দুর্গ রহস্য'-এর পুরো টিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি সৃজিতের সিরিজের সাফল্যও কামনা করেন।

উল্লেখ্য, দেবের 'ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য' মুক্তি পাবে আগামী ১১ আগস্ট।

পরিণীতির সঙ্গে বিয়ের আগেই বদলে গেছে রাঘবের জীবন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা। গত ১৩ মে ধুমধাম করে পরিণীতি বাগদান সেরেছেন আম আদমি পার্টির নেতার সংসদ সদস্য রাঘবের সঙ্গে। দিল্লির কাপুরথালা হাউসে ব্যক্তিগত পরিসরে রাঘবের সঙ্গে আংটিবদল সারেন পরিণীতি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিণীতির বোন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। বাগদানের পর চলতি বছরের শেষের দিকেই রাঘবের সঙ্গে চার হাত এক হতে চলেছে বলিউড অভিনেত্রীর। তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

আপাতত বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত যুগল। সব প্রস্তুতি ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করছেন পরিণীতি ও রাঘব দু'জনেই। বিয়ের এখনও বাকি বেশ কয়েক মাস। তবে বাগদানের পর থেকে একাধিকবার একসঙ্গে জনসমক্ষে ও ক্যামেরার সামনে ধরা দিয়েছেন এই যুগল। পরিণীতির হাত ধরার পর নাকি বেশ কিছু পরিবর্তনও এসেছে রাঘবের জীবনে। কী কী সেই পরিবর্তন?

সাধারণত নিজেদের পেশাদার জীবন নিয়েই কথা বলে বেশি অভ্যস্ত আপ নেতা। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করতে তেমন স্বাচ্ছন্দও নন তিনি। তবে পরিণীতির মতো একজন বলিউড কন্যার সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছেন রাঘব। আগের থেকে তাই ক্যামেরার সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রেও বেশ পরিণত হয়েছেন এই রাজনীতিক।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন এক প্রশ্নে রাঘব জানান, পরিণীতিকে পাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুটা পাল্টে গেছে তার জীবন। উদাহরণ দিতেও ভোলেননি তিনি। রাঘব বলেন, "এখন আমার সহকর্মী ও বন্ধুস্থানীয়রা আর আমার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে মশকরা করেন না। তারা এখন সবাই আমার ও পরিণীতির সম্পর্কের বিষয়ে জানেন।"

চলতি বছরের অক্টোবর মাসে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন পরিণীতি এবং রাঘব। রাজস্থানের এক বিলাসবহুল প্রাসাদ বা হোটেলে সাতপাক ঘোরার পর একটি বা দু'টি নয়, তিনটি শহরে রিসেপশন পার্টির পরিকল্পনা রয়েছে যুগলের। দিল্লিতেই জন্ম রাঘবের, সেখানেই বড় হয়ে ওঠা। তার বেশির ভাগ আত্মীয়-পরিজন এবং বন্ধু রাজধানীর বাসিন্দা। তাই দিল্লিতে একটি রিসেপশন পার্টি থাকছেই। তবে খাস দিল্লিতে নয়, গুরুগ্রামের এক বিলাসবহুল হোটেলে হতে চলেছে সেই আয়োজন। জানা গেছে, ইতোমধ্যেই গুরুগ্রামের 'দ্য লীলা অ্যাম্বিয়েন্স' হোটেলে রিসেপশন পার্টির মেনু চূড়ান্ত করার জন্য গিয়েছিলেন পরিণীতির মা-বাবা। সঙ্গে ছিলেন রাঘবের মা-বাবাও। দিল্লি ছাড়াও মুম্বাইয়ে থাকছে একটি রিসেপশন পার্টির আয়োজন। পরিণীতি পেশায় যেহেতু বলিউড অভিনেত্রী, স্বাভাবিকভাবেই বিনোদন জগতের তারকাদের জন্য মায়ানগরীতেও বসবে প্রীতিভোজের আসর। এছাড়াও চণ্ডীগড়ে আয়োজিত হতে চলেছে আরও একটি রিসেপশন পার্টি।

পুরুষদের নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন অক্ষয়

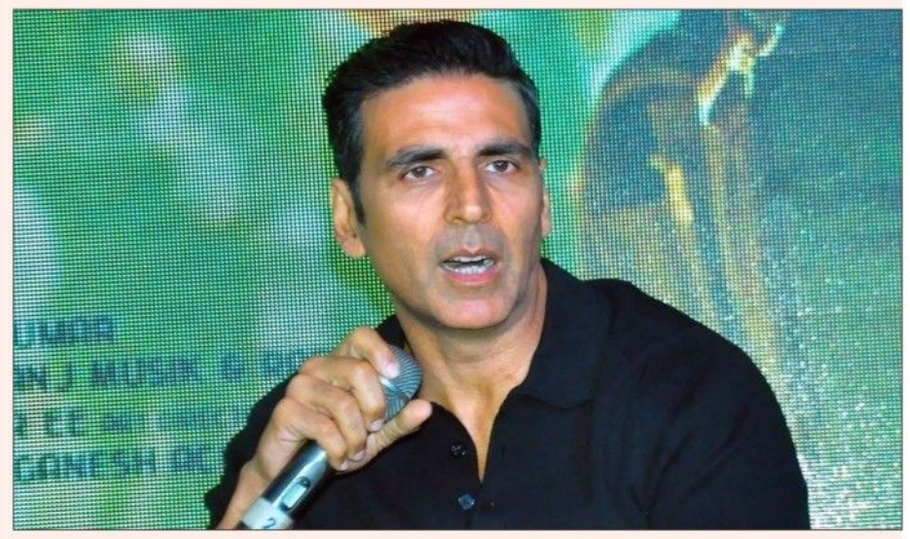

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এবার পুরুষদের নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমার। কিন্তু কি বলেছিলেন এই নায়ক? ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, একবার অক্ষয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- নারীদের প্রতি পুরুষদের কুনজর তিনি কিভাবে দেখেন?

জবাবে এই নায়কের ভাষ্য ছিল, 'এমন কোনো পুরুষ হয় না, যার মধ্যে যৌন লালসা নেই। তার ভাবনা বিপথে চালিত হতে বাধ্য। পুরুষের ডিএনএ এই সমীকরণেই তৈরি। তিনি নারীদের দিকে নজর দিবেনই।'

অক্ষয়ের এমন মন্তব্য ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে নেটদুনিয়ায়। অনেকেই তার এই বক্তব্যর সমালোচনা করেন। অনেকে আবার তার পক্ষ নিয়েও কথা বলেন। তবে এখানেই থামেননি অভিনেতা। তিনি যোগ করেন, মূল বিষয় হচ্ছে- নারীদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। কেউ যদি এই সত্যি এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন, তবে মানতে হবে নারীদের প্রতি তার আকাঙ্খা তিনি লুকনোর চেষ্টা করছেন।

অক্ষয় জানান, পুরুষদের জন্য তার খারাপ লাগে! কারণ কেউ তাদের দিকে এই নজরে দেখেন না। বর্তমানে অক্ষয় কুমার ব্যস্ত রয়েছেন তার নতুন সিনেমা 'ও মাই গড টু' নিয়ে। সম্প্রতি এই ছবির বেশ কিছু সংলাপ ও দৃশ্য কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে সেন্সর বোর্ড। এরপরই মুক্তি দেওয়া হবে সিনেমাটি।

লিভারপুলকে বিদায়

বলে দিলেন হেন্ডারসন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাম্প্রতিক গুঞ্জনকে সত্যি প্রমাণ করে লিভারপুলকে বিদায় বলে দিলেন জর্ডান হেন্ডারসন। সৌদি আরবের ক্লাব আল-ইত্তিফাকে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছেন বলে ইংলিশ সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে গত কিছুদিনে। ৩৩ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার বুধবার সামাজিক মাধ্যমে জানিয়ে দেন লিভারপুল ছাড়ার খবর। তিনি জানান, এই ১২ বছরকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা কঠিন এবং আরও বেশি কঠিন বিদায় জানানো। সবকিছুর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

২০০৮ সালে সাদারল্যান্ডের হয়ে তার পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু। মাঝে এক বছর কভেন্ট্রি সিটিতে ধারে খেলে আবার সাদারল্যান্ডে ফিরে যান। ২০১১ সালে যোগ দেন লিভারপুলে। সেই থেকে অ্যানফিল্ডের সঙ্গে তার বন্ধন ছিল অটুট। শুরুতে কিছুটা ধুঁকলেও ক্রমে নিজেকে মেলে ধরেন এই ক্লাবে। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন ক্লাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১৫ সাল থেকে লম্বা সময় নেতৃত্বও দেন দলকে। ৩০ বছরের খরা কাটিয়ে ২০১৯-২০ মৌসুমে লিভারপুলের লিগ শিরোপা জয়ে তার ছিল বড় অবদান। এই ক্লাবের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগও। নেতৃত্ব দিয়েছেন এফএ কাপ, লিগ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ে। ৬টি ভিন্ন শিরোপাজয়ী একমাত্র লিভারপুল অধিনায়ক তিনি। সব মিলিয়ে লিভারপুলের হয়ে ৪৯২ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন হেন্ডারসন। গোল করেছেন ৩৩টি, গোলে সহায়তা করেছেন ৬১টি। লিভারপুলের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৫ পর্যন্ত। কিন্তু দুই বছর আগেই তা শেষ হয়ে গেল। ইংলিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, ১ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডে তাকে দলে নিচ্ছে আল ইত্তিফাক। আল ইত্তিফাকে তিনি কোচ হিসেবে পাবেন লিভারপুলের কিংবদন্তি ও সাবেক সতীর্থ স্টিভেন জেরার্ডকে। হেন্ডারসনকে দলে নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার আগেই অবশ্য আরেকজনকে দলভুক্ত করার কথা জানিয়ে দিয়েছে আল ইত্তিফাক। ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড মুসা দেম্বেলেকে দলে নিয়েছে তারা। অলিম্পিক লিওঁর সঙ্গে চুক্তি শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন দেম্বেলে। ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে নিয়েও গুঞ্জন ছিল গত কিছুদিনে। ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ফুলহ্যামে খেলার পর স্কটিশ ক্লাব সেল্টিকে যোগ দিয়েছিলেন দেম্বেলে। সেই ক্লাবে তার পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। পরপর দুই মৌসুমে ক্লাবের ট্রেবল জয়ে তার ছিল বড় অবদান। ২০১৮ সালে যোগ দেন লিওঁতে। পরে ২০২০-২১ মৌসুমে ধারে আতলেতিকো মাদ্রিদে খেলার পর আবার ফেরেন লিওঁতে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৭২ ম্যাচে ৭০ গোল তার। এখন ২৭ বছর বয়সেই তার অভিযান শুরু হচ্ছে সৌদি আরবে। দেম্বেলের পাশাপাশি আল ইত্তিফাক দলে নিয়েছে স্কটিশ ডিফেন্ডার জ্যাক হেন্ড্রিকে। একই দিনে ২৬ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ম্যালকমকে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরবের আরেক ক্লাব আল হিলাল।

পুরোপুরি সুস্থ, আয়ারল্যান্ড সিরিজেই

কি ফিরছেন বুমরাহ?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট সারিয়ে যশপ্রীত বুমরাহ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বুমরাহ ১০০ শতাংশ ফিট।'

ভারতীয় এই পেসার দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের বাইরে। চোট সারিয়ে ফেরার চেষ্টা করছিলেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে রয়েছেন বুমরাহ। সেখানে বল করছেন।

ক্রিকেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, আগামী ১৮ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন বুমরাহ।

তবে বুমরাহ এই সিরিজে খেলবেন কি না, সেটি অবশ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি বিসিসিআই।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি সপ্তাহে আয়ারল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণার কথা রয়েছে তাদের। এই দলে বুমরাহ থাকতে পারেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে। যদিও ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিশ্চিত করে কিছু বলেননি এই বিষয়ে। তবে তিনি বলছেন, বুমরাহকে সুযোগ দিতে চান ম্যাচ খেলার।

এছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জানিয়েছেন যে, বুমরাহ আয়ারল্যান্ডে যেতে পারেন। তাকে দ্রুত ফেরানোর চেষ্টা করছে ভারতীয় দল। এই বছর এক দিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে বুমরাহর মতো অভিজ্ঞ পেসারকে দলে চাওয়া হচ্ছে। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলিয়ে বুমরাহকে দেখে নিতে চাইছে ভারত।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন সিলভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্পেনের সাবেক অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ডেভিড সিলভা ২০ বছরের পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন। রোমাঞ্চকর ক্যারিয়ারের জন্য সিলভা 'থ্যাংক ইউ ফুটবল' বলে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। মূলত পায়ের লিগামেন্টে গুরুতর ইনজুরির কারণে ৩৭ বছর বয়সেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

স্প্যানিশদের জার্সিতে দুইবারের ইউরোজয়ী এই তারকা ফুটবলার বৃহস্পতিবার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আজকের দিনটা আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখের। আমি বিদায় বলছি যাকে জীবনের সবকিছু দিয়েছিলাম। আজ সতীর্থদের, সহকর্মীদের বিদায় বলার দিন। তারা আমার কাছে পরিবারের মতো। আমি তোমাদের (ভ্যালেন্সিয়া, এইবার, সেল্টা, ম্যানচেস্টার সিটি ও রিয়াল সোসিয়েদাদ) মিস করব। তোমাদের ধন্যবাদ, কারণ তোমরা আমাকে ঘরের মতো অনুভূতি দিয়েছো।'

মাত্র ২০ বছর বয়সেই ২০০৬ সালে স্পেনের হয়ে অভিষেক হয়েছিল ডেভিড সিলভার। ২০১৮ সালে তিনি শেষবার জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। ২০১২ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইতালির বিপক্ষে সিলভার হেডে দেওয়া গোলটি বেশ স্মরণীয়। অবশ্য সেই সময়ে সোনালী একটি প্রজন্ম পেয়েছিল স্পেন। ইকার ক্যাসিয়াস, জাভি হার্নান্দেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, সার্জিও রামোস, জাভি অ্যালেনসো, সার্জিও বুসকেটস, তোরেস ও ডেভিড ভিয়াদের মতো তারকা ফুটবলারদের সঙ্গে তিনি খেলেছিলেন।

জাতীয় দলের হয়ে ১২৫ ম্যাচে ৩৫ গোল ও ৩২টি অ্যাসিস্ট করেছেন সিলভা। একইসঙ্গে স্প্যানিশ জার্সিতে তিনি ফিফা বিশ্বকাপ ও দু'টি ইউরোর শিরোপাও জিতেছেন।

রাশিয়াকে এবার

অলিম্পিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের ২৬ জুলাই প্যারিসে শুরু হবে অলিম্পিকের আসর। তার এক বছর আগে ২৬ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে ইনটারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি-আইওসি।

তবে এবারের অলিম্পিকে রাশিয়া ও বেলারুশকে চিঠি দেয়নি আইওসি। খবর এএফপির।

জানা যায়, আইওসি প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ ২০৩টি দেশকে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ইউক্রেনে হামলা চালানো রাশিয়া ও দেশটির সহযোগি বেলারুশ নেই।

এছাড়া সদস্যপদ স্থগিত থাকায় মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়েতেমালাও আমন্ত্রণ পায়নি। রাশিয়া ও বেলারুশকে যে প্যারিস অলিম্পিকে ডাকা হবে না, সেটি জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে জানিয়েছিল আইওসি।

তবে রাষ্ট্র অংশ নিতে না পারলেও দেশ দুটির ক্রীড়াবিদদের জন্য অলিম্পিকের দরজা খোলা রাখা হয়েছে। রাশিয়া ও বেলারুশের ক্রীড়াবিদেরা অলিম্পিক পতাকার অধীনে খেলতে পারবেন।

প্যারিস অলিম্পিকের মাধ্যমে ১২ বছর পর ইউরোপে ফিরছে অলিম্পিক। সর্বশেষ ২০১২ অলিম্পিক হয়েছিল লন্ডনে।

প্যারিস অলিম্পিক জমজমাট উদ্বোধনী আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁও। তিনি বলেছেন, 'ফ্রান্স নিজের দেশ নিয়ে গর্বিত। এই ফ্রান্স জ্বলজ্বল করে, এই ফ্রান্স বিশ্বকে স্বাগত জানায়। এই ফ্রান্স খুব বড় কিছু করতে পারার সক্ষমতা দেখাবে। এবং ক্রীড়াবিদদের নিয়ে বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখাবে।'

৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান এমবাপ্পের!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের লোভনীয় প্রস্তাব মন গলাতে পারেনি কিলিয়ান এমবাপ্পের। আল হিলালের দেওয়া রেকর্ড ৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব পিএসজি গ্রহণ করলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ফরাসি এই ফুটবল সুপারস্টার।

এমবাপ্পেকে মাত্র এক বছরের জন্য চুক্তি করাতে চায় সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। সেজন্য ২০ কোটি ইউরো বেতন দেওয়ার কথা জানিয়েছে আল হিলাল। সে সঙ্গে বানিজ্যিক চুক্তি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সৌদি ক্লাবটি আরও বলেছে, এক বছর পর এমবাপ্পে চাইলে তার স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদেও যেতে পারবেন। এই চুক্তি থেকে ৭০ কোটি ইউরো পর্যন্ত আয় হতে পারে এমবাপ্পের। পিএসজি ফরোয়ার্ড ও তার এজেন্টকে এগুলো বোঝাতেই আলোচনায় বসতে চায় আল হিলাল। প্যারিসের ক্লাবটি অবশ্য এমবাপ্পেকে কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছে। চুক্তি নবায়ন না করলে সেরা প্রস্তাব দেওয়া ক্লাবের কাছেই তাকে বিক্রি করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে তারা। পাল্টা দিয়েছেন এমবাপ্পেও। বলেছেন, প্রয়োজনে আগামী মৌসুমটা পিএসজির বেঞ্চে বসে থাকবেন। তাও আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি করবেন না। রিয়াল মাদ্রিদ তাকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে দলে চায়। সেজন্য আগামী মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে মাদ্রিদ ক্লাবটিকে।

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের

টিকিট পেল আয়ারল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগে বাছাই পর্ব পেরিয়ে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারেনি আয়ারল্যান্ড। তবে এবার সুখবর পেল দলটি। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাই পর্ব পেরিয়ে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল আয়ারল্যান্ড।

নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই আয়ারল্যান্ডকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তুললেন পল স্টার্লিং। ইতালি, ডেনমার্ক, জার্সি এবং অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জিতে বিশ্বকাপ খেলার পথেই ছিল আয়ারল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি।

কিন্তু জার্মানির বিপক্ষে বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় এক পয়েন্ট পেয়েছে আইরিশরা। পাঁচ ম্যাচ খেলা আয়ারল্যান্ডের বর্তমান পয়েন্ট ৯। আগামী বছর হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার জন্য তা যথেষ্ট।

আগামী বছর যৌথভাব বিশ্বকাপ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গত আসরের চেয়ে এবার দলসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০টি। আঞ্চলিক বাছাইপর্বের আগেই বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা নিশ্চিত করেছে ১২টি দল। যেখানে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়াও রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।

এছাড়া ইউরোপ অঞ্চল, এশিয়া অঞ্চল, আফ্রিকা অঞ্চল থেকে দুটি করে এবং আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাছাই থেকে সুযোগ পাবে একটি করে দল।

৮ গোলের ম্যাচে বিধ্বস্ত বার্সা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে সোফি স্টেডিয়ামে আট গোলের ম্যাচে আর্সেনালের কাছে ৫-৩ ব্যবধানে হেরেছে বার্সেলোনা। যদিও ম্যাচের সপ্তম মিনিটে রবের্ত লেভানডভস্কির গোলে এগিয়ে যায় কাতালানরা। তবে সমতায় ফিরতে বেশি দেরি করেনি আর্সেনাল। ১৩ মিনিটে বুকায়ো সাকার গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ১-১।

৩৪ মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় বার্সা। এবার গোলদাতা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া। কিন্তু এবারও দ্রুতই সমতা আনে আর্সেনাল। ৪৩ মিনিটে গানারদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন কাই হাভার্টজ। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলে আর্সেনাল। বার্সাকে ভাসাতে থাকে গোলবন্যায়। ৫৫ ও ৭৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন লেয়ান্দ্রো ত্রসার্দ। দলের শেষ গোলটি আসে ফাবিও ভিয়েরো পা থেকে। এর মাঝে অবশ্য ফেরান তোরেস এক গোল দিয়ে বার্সার হারের ব্যবধান কমান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR